অর্থাৎ

অন্তর্য্যজন বিষযক নানা বিলাস ঘটিত প্রস্তাব।

সুবিজ্ঞ ভ, কজনের অন্তঃকরণের ভাবোদয় নিমিত্ত

সুখরিয়া নিবাসি

শ্রীকাশীদাস মিত্র [illegible]

কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীব্রজগোপাল সিংহ ও শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

এন, এল, শীলের—যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৬ আহীরীটোলা।

১২৭৪। ১৬ মাঘ

মূল্য চারি আনা।

সূচীপত্র।

ভূমিকা ।

মহামহোপাধ্যায কবি চূড়ামনি মহাশযেরা নানাবিধ গ্রন্থের মর্ম্ম সর্ব্ব সাধার। জনগণের গোচ-রার্থে ভাষাতে সংগ্রহ করিযাছেন, যাহা প্রকাশ্য বিবরণ বশতঃ মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে অন্যের উপদেশ অপেক্ষা করে না, এই গুপ্তলীলার স্থূল বিবরণ যদিচ কোন মূলগ্রন্থের ভাষ্য নহে এবং অত্যর্থজন গোপন ভাব বৃত্তান্ত বর্ণন হইযাছে, তথাপি সুবিজ্ঞ ভাবক মহাশযেরা মনের স্ব স্ব ভাবকে উপদেশক স্বীকার করিয়া পারমার্থিক কিম্বা লৌকিক ভাব যাহা ে.জনা করিবেন তাহাই প্রতিপাদন হইতে পারিবেক, অর্থাৎ ভাবার্থের নির্ণয করা ভাবকের ভাবনাতেই থাকিল। বর্ণিতা ভাবিনীর গমনভাব, লীলাস্থান বর্ণন, স্নানবেশ ও শৃঙ্গারবেশ, ইত্যাদি যে সকল সাধারণ ভাব পদ্যাবলি প্রণালীতে প্রকাশ হইযাছে, সুধীর বিজ্ঞবর মহাশযেরা রচকের যাহা ভ্রম দেখিবেন, স্বীয় সদ্গুণে পদ সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

মঙ্গলাচরণ।

—০—

ত্রিপদা ॥ এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, নিত্য সত্য সনাতন, অনাদি অনন্ত নিরাকার। আকার তাঁহার মায়া, তিন গুণে ধরে কায়া, একারণে কামিনী স্বীকার ॥ চিৎস্বরূপ বেদে গায়, বেদান্ত সিদ্ধান্ত তায়, চিৎশক্তি আগমে প্রকাশ। নিরাকারে যে চিন্ময়, সাকারে কামিনী হয়, কাযে হইল সংশয় বিনাশ ॥ কে জানে তাঁহার মর্ম্ম, আপনি কারণ কর্ম্ম, মায়ায় ধরয়ে নানা রূপ। যে জন যেমন ভাবে, সে দেখে সে রূপ ভাবে, ভাবিনীর ভাব অপরূপ ॥ দেখ পঞ্চ উপাসনা, সব তাঁর আরাধনা, মতে মতে তোষয়ে সকলে। কত নাম ধরে একা, সব নামে দেয় দেখা, নানা রূপে ভাবের কৌশলে ॥ সৌরের আদিত্য মতি, গানপত্যে গণপতি, বৈষ্ণব ভাবয়ে নারায়ণ। শৈবে সদাশিব জ্ঞান, শাক্তে শক্তিরূপ ধ্যান, পায় পঞ্চভাব পরায়ণ ॥ জ্ঞানির মানস আশে, জ্ঞান রূপ হয়ে ভাসে, যোগগম্য যোগীর কারণ। যাহার যেমত ভাব, সেইমত হয় লাভ, যেহেতু সে সকল কারণ ॥ আধার কমলে যিনি, হন কুলকুণ্ডলিনী,

যোগ মন্ত্র সাধনের মূল। হৃদিপদ্মে পুজালয়, ধ্যা-
নানুরূপিণী হয়, ভাবরূপাভাবে অনুকূল॥ কভু
ভুলে নিজ তত্ত্ব, জীব বিষয়েতে মত্ত, গুরুরূপে পুনঃ
তত্ত্ব কয়। চৈতন্য পাইয়ে জীব, উপাধি ত্যজিয়ে
শিব, আপনি আপন ভাব হয়॥ সেইত সকল
বটে, বিরাজ সকল ঘটে, কিন্তু তাঁরে পাওয়া অতি
ভাব। সব ভাব পরিহরি, পরাভক্তি সার করি, সা-
ধিলে করুণা হয় তার॥ কাশীদাস সদা ভাবে, কে-
মনে সে ধন পাবে, যাঁহারে সতত মন চায়। এই
পণ দিবা নিশি, সাধিয়ে করিব বশী, দেখি যত
দিনে পাওয়া যায়॥ ১॥

ভাব বিবরণ।

পয়ার। নানামতে নানা ভাবে আছে উপা-
সনা। বস্তু এক ভাব নানা যেমত বাসনা॥ ভাব
হীন ভক্তি হয় নিষ্ফল সাধন। ঘূর্ণিতা তরণী হালি
বিহীনা যেমন॥ শান্ত সখ্য দাস্য আর বাৎসল্য
মধুর। মাধুর্য্যের হেতু প্রেমভক্তি সুমধুর॥ এই
পঞ্চ ভাব হয় সাধন প্রকার। তার মধ্যে অনুপম
প্রেমভক্তি সার॥ হেতু ভিন্ন সতত তাহারে মন
চায়। ভাবে পুলকিত অতি প্রেম বলি তায়॥ কে-
মনে পাইব তারে কোথায় যাইব। না দেখে রহি-

তে নারি কেমনে পাইব ॥ দেখা হলে দিবা নিশি থাকি তার সনে। রূপ দেখি ভুলে থাকি ভুলিযা স্মশনে ॥ রূপাসক্ত মহামত্ত ত্যাগিত বিচার। কেবল তাঁহাবে চাই প্রেম নাম তার ॥ প্রেমসিন্ধু রসময়ে বলেছি বিশেষ।(প্রেমের বিচার কথা ভাব সবিশেষ॥ প্রেমভক্তিহীন ভাব রস কর্ম্ম যত। লবণ বিহীন সব ব্যঞ্জনের মত ॥) অতএব প্রেমতত্ত্ব পরম গোপন। ভাবকে বিদিত ভাব ভাবের কথন ॥ সকল ভাবের রস প্রেমেতে মিলিত। আকাশাদি গুণ যেন ভূমিতে উদিত ॥ আশ্রয় করিয়ে সেই প্রেমভক্তি রস। রচিলাম গুপ্তলীলা স্বভাব সরস ॥ (গুপ্তরস গুপ্তভাব গুপ্ত প্রযোজন। গুপ্তকথা উদ্দেশ্যে গোপন আযোজন ॥ যারে ভালবাসি সঙ্গে খেলা করি তার। মনোমত বেশ ভূষা করি বার বার ॥ খাওয়াই মনের মত সাজাইয়ে সুখে। রূপ হেরি বলিহারি ভুলে যাই দুঃখে ॥) সংক্ষেপে রচিত হৈল অনেক যতনে। থাকিল বিশেষ ভাব ভাবকের মনে॥ হৃদযেতে দেখি নিজ প্রেমের আধার। গুপ্ত লীলা পাঠে হয আনন্দ অপার ॥ ভাবেতে উদয রস রসময় ভাব। ভাবহীন হলে হয় রসের অভাব ॥ কাশীদাস অভিলাষ বুঝিবে সুজন। গুপ্তলীলা ছলে বলে মানস পূজন ॥ ২ ॥

চেতনা।

সুখ দিয়ে পতিমুখে, সতী নিদ্রা যায় সুখে.
জাগাইতে রসিকের মন।
অনল অনিলে দেখা, প্রবল পাইয়ে সখা,
কাযে নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন ॥
কামিনী জাগিয়ে চায, দামিনী চঞ্চল কায,
পরপতি পড়ে গেল মনে।
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ঘুম, বাড়িল রসের ধুম,
হুঙ্কারয়ে পক্ষিবর সনে ॥
আরোহী মনজরথে, চলিল গহ্বরপথে,
রঙ্গিণী যেমন ভুজঙ্গিনী।
অপরূপ রূপকালো, অন্ধকারে করে আলো,
একা যায় না দেখি সঙ্গিনী ॥
দেখিয়ে অমনি রসে, অবনী গলিল রসে,
সলিল প্রবেশে হুতাশনে।
অনল দেখিযে বঙ্গে, মিশিল সখার অঙ্গে,
দেখিতে পবন নভঃ সনে ॥
গগণ মগন অতি, মনের সহিত গতি,
ধ্বনি অঙ্গে মনের নিবেশ।
কামিনী মোহিনী বেশ, কামরূপা অবশেষ,
পরপুরে করিল প্রবেশ ॥
পেয়ে রসবাজ পতি, মোহিনী মোহিলঅতি,
সুখে মিলি সুধা করে পান।

আশা পূর্ণ সুধামুখী, ভবনে যাইতে সুখী,
কুলপথে করিল প্রয়াণ ॥
প্রবেশে আপন বাস, মুখেতে মধুর হাস,
হেন কালে দেখে কাশী দাসে।
আনন্দে প্রসন্না হয়ে,অনুবোধে সঙ্কেলয়ে,
চলিলেন গুপ্তলীলা বাসে ॥ ৩ ॥

গমনভাব।

পয়ার। লীলাস্থানে সুন্দরী চলিল রসরঙ্গে। সমবয়া সঙ্গিনী সাজিল সব সঙ্গে ॥ নবীনা ষোড়শী সবে,নবরস ভরা। মনোভব উল্লাস ললিত কলেবরা ॥ বদন নির্ম্মল স্মিত যেন শতদল। বিশাল নয়ন তাহে খঞ্জন চঞ্চল ॥ গিরি গুরু নিতম্ব কদলী উরুবর। মৃগপতি জিনি ক্ষীণ কটি মনোহর ॥ মন্দ মন্দ গতি জিনি নাগনিতম্বিনী। রঙ্গভঙ্গ ঠমকে চলিছে আনন্দিনী ॥ পীনোন্নত পয়োধর বিকচ কমল। নাভিসরে রোমাবলি মৃণালে যুগল ॥ পতি মন অলি বদ্ধ মোহ নিশামুখে। ললিত কম্পিত কিবা গমনের সুখে ॥ চরণ চালনে ধ্বনি মঞ্জীর সিঞ্জন। শতদলে পুঞ্জ অলি গুঞ্জনে গঞ্জন ॥ স্পন্দিত নিতম্ব ঘন ঘন গতি বলে। সুরঙ্গ তরঙ্গ উঠে রূপ সিন্ধুজলে ॥ চন্দ্রহার শোভা করে তাহার উপর।

প্রতিবিম্ব তরঙ্গে চঞ্চল সুধাকর ।। দোলিত হয়েছে কিবা জঘনে রসনা। মনোমত বিবরণ করিছে ঘোষণা।। বদনে মধুর হাস দশনের আভা। প্রবাল সম্পুটে মানি হীরকের শোভা।। নিতম্বে দোলিত বেণী কালভুজঙ্গিনী। আনন্দে উথলে যেন পেয়ে হারামণি।। সখী অঙ্গে ভুজলতা অলসে নিবাস। সুরস কৌতুক কলা হাস পরিহাস।। কাশীদাস হৃদয়েতে গুপ্তলীলা স্থান। গোপনে কৌতুক রসে করিছে প্রয়াণ।। ৪।।

একাবলিচ্ছন্দ। চলিছে রঙ্গিণী সুবঙ্গ ঠাট। সুগন্ধে পূর্ণিত সকল বাট।। ধাইছে অলিনী নলিনী বাসে। চকোর চকোরী সুধাংশু আশে।। পতঙ্গ ধাইছে দীপক দাপে। সাপিনী তাপিনী মণির তাপে। দেখি পয়োধর ময়ূর নাচে। চাতক তৃষিত সলিল যাচে।। নলিনী কুমদ আমোদে চায়। রবি শশি দোঁহে দেখিতে পায়।। কোকিল কুহরে বসন্ত জানি। নাচয়ে খঞ্জন শরত মানি।। সখীগণ মাঝে সুন্দরী সাজে। পূর্ণ শশধর তারক মাঝে।। ক্ষণেক থমকে ক্ষণেক যায়। ক্ষণেক সহাস পাছেতে চায়।। ক্ষণেক কৌতুক সখীর সঙ্গে। হাস পরিহাস মনোজ রঙ্গে।। ক্ষণেক উরজ প্রকাশ থাকে। ক্ষণে সচকিত বসনে ঢাকে।। ক্ষণেক হাসিয়ে সখীরে ধরে। ক্ষণেক চলয়ে গরবভরে।। ক্ষণেক সখীর বসন ছাঁদে। ক্ষণে

বাহুলতা সখীর কাঁধে ॥ কাশীদাস দেখি চলিতে নারে। আবেসে অবশ রসের ভরে ॥ ৫ ॥

লীলাস্থান বর্ণন।

পয়ার। এইমত রঙ্গ রসে রঙ্গিণী চলিল। গুপ্ত-পথে লীলাস্থলে দ্রুত প্রবেশিল ॥ কি কব স্থানের কথা বর্ণিতে না পারি। বর্ণনা বর্ণনে বলে বর্ণে বর্ণে হারি ॥ সুবর্ণের দ্বীপ দেখি ক্ষীরোদের মাঝে। রতন কঙ্কর স্বর্ণ বালুকা বিরাজে ॥ মণিময় পীঠ তাহে সুরতরুবর। তরুমূলে রত্নবেদী শোভিত সুন্দর ॥ রতন খচিত মাঝে চিন্তামণি বাস। রবি শশী দিবা নিশি কিরণে প্রকাশ ॥ মলয় পবন সদা বসন্ত উদিত। স্বচ্ছ সুশীতল স্থান সুগন্ধ মোদিত ॥ কোকিলাদি নানা পক্ষ করে কলধ্বনি। পতি সঙ্গে পুঞ্জ২ গুঞ্জরে অলিনী ॥ ফুলধনু দগ্ধ তনু জুড়াইতে আশ। সঙ্গে লয়ে পরিবার সদা করে বাস ॥ প্রবেশ করিল রামা সখীগণ সঙ্গে। সহচরী সিংহাসনে বসাইল রঙ্গে ॥ কর্পূর বাসিত জলে ধোয়ায় চরণ। মোছায় বদন মুঁখে দিযে আচমন ॥ স্নানের উ-দ্যোগ করে যত সহচরী। সুবর্ণ কলস পূর্ণ করে সারি সারি ॥ কাশীদাস সচকিত মুখপানে চায়। সুন্দরী আভাস বঝি আশা দিল তায় ॥ ৬ ॥

স্নানবেশ।

ত্রিপদী। হরিদ্রা গোধুমচূর্ণ, আনয়ে চি-
বঞ্জী তুর্ণ, শঠী কুষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তুরী। অগুরু সর্ষপ-
মুস্ত, সকল বাটয়ে ত্রস্ত, সচুর্দ্ধ মাথায় সহচরী॥
দিল তৈল সুগন্ধিত, কেশ গাত্র আমোদিত, মা-
খাইছে করিয়ে যতন। অঙ্গুলি চিরণী করি, দিল
তৈল কেশ ভরি, ঋজুহস্তে করয়ে মর্দ্দন॥ মদ-
যেতে দিতে হাত, শিহরয়ে অকস্মাৎ, হাসি নিরী-
ক্ষয়ে সখী পানে। সহচরী ভঙ্গি জানি, আবো মলে
মাজা খানি, নাভি স্পর্শে হাত ধবে টানে॥ সু-
গন্ধবাসিত বারি, স্বর্ণঘটে সারি সারি, সুশীতল
সাজান যে ছিল। তাহে ধৌত করি অঙ্গ, করিয়ে
বিষম রঙ্গ, শিরে ঢালি স্নান করাইল॥ দুকূলে
মোছায় কেশ, নাহি থাকে বারি লেশ, মুখচাঁদ
মোছায় তখন। গল পৃষ্ঠ বাহু বক্ষ, মোছাইল
নাভি কক্ষ, উরু জঙ্ঘা যুগল চরণ॥ আনে পরি-
ধেয় বাস, আরক্ত কাঞ্চনভাস, নানা রত্ন মুকুতা
জড়িত। করাইল পরিধান, বাড়িল বসনমান,
পয়োধরে শোভিল তড়িৎ॥ সাজাইতে সবে
আসে, সুন্দরী মুচকি হাসে, মৃদুবাণী কহিছে
তখন। সাজাইতে কিবা জান, কাশীদাসে ডেকে
আন, সাজাইবে মনের মতন॥ ৭

শৃঙ্গারবেশ।

পয়ার। প্রসাধিনী লয়ে করে আঁচড়িল কেশ। কপোল কুন্তল রাখি কাটে সিঁথিদেশ॥ পশ্চাতে লইয়ে কেশ পাশযোগে বাঁধে। বিনাইল বেণী বহু বিনোদিয়া ছাঁদে॥ পরস্পর মিলাইয়া বাঁধিল কবরী। মূলে আরোপয় রজ্জু একে একে ধরি॥ হাত দিয়ে সুন্দরী দেখিল ভাল তায়। হাসিয়ে নয়ন কোণে মুখপানে চায়॥ পরাইল সিঁথি স্বর্ণ রত্ন মুক্তাময়। কবরীযোগেতে বাঁধে টিকা মাঝে রয়॥ মুক্তাবলী হালি গোছা ঝুলাইল তায়। দোলিত হইয়ে শ্রুতি কাছে শোভা পায়॥ কর্ণমূলে কর্ণফুল ঝুমকা সহিত। স্বর্ণ রত্নময় মণি মুকুতা খচিত॥ কুণ্ডল শোভিত কৈল জড়িত রতন। কাণবালা যারে লোক বলয়ে এখন॥ মণিগুচ্ছ মুক্তাযুত সুবর্ণে গ্রথিত। পরাইল কর্ণে মাছ বলিয়ে প্রতীত॥ ভ্রূমাঝে টিকুলী মাণিক মনোহর। নাশায় তিলক দিল অতি শোভাকর॥ রত্নময় পুষ্প দুই দিল সিঁথি পাশে। রবি শশি মাঝে যেন দামিনী প্রকাশে॥ মোছাইয়ে গলদেশে পরাইল চিক। দেখিতে চিকের শোভা হইল অধিক॥ রত্নময় চম্পাকলি কণ্ঠে কণ্ঠমালা। সাজাইতে দূরে যায় যত মনোজ্বালা॥ স্বর্ণময় পাঁচনরী জুগনু সহিত। কুচযুগ মাঝে গিয়া হইল শোভিত।

থরে থরে মুকুতার মালা দিল তায়। মণিময় ধুক-ধুকী তাহে শোভা পায়। মণিময় হার দিল শোভিত সুন্দর। নানা বর্ণ কুসুম তাহাতে মনোহর। বাহুমূলে বাজুবন্দ তাবিজ উপর। মিলিয়ে উভয় শোভা হইল বিস্তর॥ সোণালি পঁহিছা দিল বলয় কঙ্কণ। স্বর্ণ রত্নময় শঙ্খ বাঁউড়ি কথন॥ মাণিক অঙ্গুরী দিল অঙ্গুলির মূলে। সকল অঙ্গুলি শোভা করে সমতুলে॥ কোটিতে কিঙ্কিণী দিল স্বর্ণ চন্দ্রহার। নিতম্ব উপরে হেরি কি শোভা তাহার॥ গুজরী পঞ্চম কড়া নূপুর পাশুলী। চরণে চরণপদ্ম দিল কুতুহলি॥ গাঁথিয়া কিঙ্কিণী পুঞ্জ গুচ্ছ সারি সারি। পাঁয়জোর পদেতে শোভিত হৈল ভারি॥ অলক্তে রঞ্জিত আগে করিয়া চরণ। আরোপিল তাহে মনোমত আভরণ॥ সর্ব্বাঙ্গ হেরিয়া পরে নানা পানে চায়। মুকুতা জড়িত নথ দিল নাসিকায়॥ অনঙ্গমঞ্জরী নামী শোভিল নোলকে। মদন মোহিত হয় যাহার ঝলকে॥ সিন্দূর তিলক দিল চন্দনের বিন্দু। শোভিত সুন্দর রবি কোলে যেন ইন্দু॥ নয়ন গঞ্জনে দিল অঞ্জনের রেখা। কমলের দলে যেন ভ্রমরের দেখা॥ অগুরু চন্দন চুয়া কস্তূরী সহিত। কুচযুগে মাখাইয়ে করিল শোভিত॥ চম্পক মালতী জাতী মল্লিকার হার। খোঁপায় বেড়িয়া দিল শোভা চমৎকার॥ শ্বেত রক্ত সেঁওতী মালিক

দিল গলে। আজানুলম্বিত মালা গাঁথি শতদলে ॥ নানা জাতি পুষ্প নানা বর্ণ সুগন্ধিত। যেখানে যে সাজে তাহে করিল শোভিত ॥ চরণে অর্পণ করে পঞ্চদশ ফুল। স্থানে স্থানে দিল গুচ্ছ ম-ল্লিকা বকুল ॥ গোলাব কুসুম চুয়া তৈল বারি আনি। মাথায় বসন গাত্রে সুগন্ধি বাখানি ॥ সাজায়ে সুন্দরী আগে দর্পণ ধরিল। মোহিনী হেরিয়ে রূপ মোহিত হইল ॥ রূপে মোহ অনি-মিষে হেরয়ে দর্পণ। অভেঁদ স্বরূপ দেখে দর্পণে অর্পণ ॥ আপন কটাক্ষ বাণে আপনি মোহিত। বুঝিতে কঠিন অতি ভাব চমকিত ॥ যাবৎ মুকুরে দেখ প্রতিবিম্ব তায়। উলটিলে প্রতিবিম্ব স্বরূপে মিশায় ॥ ছোট বড দর্পণেতে দেখায় সমান। আধার অনুসারে হয মূর্ত্তি অধিষ্ঠান ॥ সাজাইয়ে বসাইযে যাচে কাশীদাস। সদা এই রূপে রবে হৃদয়ে প্রকাশ ॥ ৮ ॥

ভোজ্য ও জলপান উদ্যোগ।

পযার। সিংহাসনে উপবিষ্টা হইল সুন্দরী। ভক্ষণের আয়োজন করে সহচরী ॥ নিজ নিজ প্রিয় দ্রব্য যত মনোহর। সুরস সুস্বাদু আর তাঁর প্রিয়তর ॥ সুপক্ক দাড়িম্ববীজ রসে পরিপাটী বস্ত্রপূত করি রস পূর্ণ করে বাটী ॥ মিষ্ট নারিকেল

জল সুমধুর রস। শর্করা ছানিয়ে রাখে দিযে নেবু রস॥ সেঁওতী গোলাবযুতা সিতা সুখে ছানি। রাখিল পানীয দ্রব্য সুগন্ধিত মানি॥ রাখিল দাডিম্ববীজ থালেতে প্রচুর। সাজাইল থরে থরে সুপক্ক অঙ্গুর॥ ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড কিবা তার তার। সুমধুর স্নিগ্ধ রস সুধার আধার॥ রাখিল কদলী পক্ক চাঁপা মর্ত্তমান। কি কব আস্বাদ নাহি তাহার সমান॥ আতা লোনা পেযারা মাঁদার শশা ফুটি। তরমুজ খরমুজ মিষ্ট পরিপাটি॥ ফলসা পিয়াল তাল সুপক্ক রসাল। খোসা ছাড়াইয়ে রাখে কচি২ তাল॥ পানীফল কেশুর ইত্যাদি রাখে কত। ডাঁসান বদরী ফল রাখে দুই মত॥ নেযা নারিকেল শস্য সিতাযুক্ত তায। কুরি নারিকেল পক্ক শর্করা মিশায়॥ পনস মধুর রস কোষ ক্ষীরযুতা মুখে তুলে খাওয়াইতে সুখ হয় কত॥ জম্বুফল ক্ষীরিণী খেজুর মনোহর। পক্ক২ সাজাইয়া রাখে থরেথর॥ আম্রফল শস্য কাটি সাজাইল থাল। পীযূষ সরস রস মধুর রসাল॥ নারঙ্গী কমলা রাখে খোসা করি দূর। বাতাবী নেবুর ঝুরী রাখিল প্রচুর॥ থুইল গোলাবজাম পিচ জামরুল। রাখিল বেলের পানা আস্বাদ অতুল॥ লবণাক্ত করিলেক খণ্ড আনারস। রসের প্রধান মধু-রাম্বল সরস॥ মনক্কা কিস্মিস্ পেস্তা ছোহারা বাদাম। চিরঞ্জী আখরোট রাখে কত লব নাম॥

ছানা চিনি সরখণ্ড ক্ষীর মিছ্রীপুর। নবনী সহিত দিল মিছরীর চুর॥ ভাল ভাল বিবিধ সন্দেশ মনোমত। যতনে রাখয়ে কাশী নাম লব কত॥১॥

পয়ার। মণ্ডা মুণ্ডী ক্ষীরপুলি ছানা রস-করা। আধাছানা গুটিকা বাতাসা মনোহরা॥ তক্তি ওলা নবাতাদি এলাচীর দানা। রাখয়ে যতনে দ্রব্য না হয় গণনা॥ নেয়া নারিকেল শস্য সম ছানা তায়। আধা চিনি দিয়ে পাকে সন্দেশ বানায়॥ বাদাম, চিরঞ্জী এলা মিছরীর চুর। মিশায়ে আস্বাদ কিবা সরস মধুর॥ পক্ক নারিকেলকুরি দুগ্ধের সহিত। চিনি দিয়া চন্দ্র-পুলী যেমত বিহিত॥ বাদাম কর্পূর এলা মিশা-ইল তায়। মিছরীর পুর দিয়ে সুরস বানায়॥ ক্ষীর সহ চিনি মিশাইয়া করে পাক। পেঁড়া বলি তাহার হইল বড় ডাক॥ চিনি ক্ষীরে করে পাক করিয়া যতন। বর্ফি বসায় থালে মনের মতন॥ সোণার রূপার পাত বসাইল তায়। কিবা রস মুখে দিতে আপনি মিলায়॥ করিল মুগের বর্ফি অতি চমৎকার। সুস্বাদু সুন্দর কিবা ক-হিব তাহার॥ ঘনা তিলে চিনিরসে মোদক বা-নায়। কতেক সন্দেশ রাগে বলা নাহি যায়॥ নারিকেলচিড়া চিনিরসে কিবা তার। কেবল আস্বাদে চিনি চেনা অতি ভার॥ বাদাম মোহ-নভোগ কি কহিব তায়। মরীচ এলাচি আদি

চিরঞ্জী মিশায় ।। মিষ্ট শাক মোবব্বা রাখিল কব কত। আম্র আমলকী হরীতকী আদি যত ।। কন্দু-পাক দ্রব্য যত যতনে রাখিল। মরীচ লবণ ঘৃত তাহাতে মাখিল ।। ভাজিল তণ্ডুল তিল মটর চণক। কাঁঠালের বীজ ভাজা আর চিপিটক ।। কাজে ভিজা ছোলা ঘৃতে মরিচের চুর। সলোনা বুঙ্গনি স্বাদু জানিতে প্রচুর ।। রাখিলেক যত দ্রব্য কহিতে না পারি। স্বর্ণথাল বাটী পূর্ণ রাখে সারি সারি ।। সুশীতল সলিল কর্পূর সুবাসিত। পানপাত্র পূরি দিল যেমত উচিত ।। কাশীদাস একে একে তুলে দেয় মুখে। হাসি হাসি সুন্দরী ভক্ষযে মনসুখে ।। ১০ ।।

পাক প্রকরণ।

ত্রিপদী। ভোজনের আযোজন, করে সহচরীগণ, স্বর্ণপাত্রে রাঁধিযে পরশে। অন্নদা সূপের মত, পাক করে বিধিমত, পরস্পর মিলাইয়া বসে ।। শালী অন্ন পুরাতন, সূক্ষ্ম গন্ধ আমোদন, শুভ্র দ্রোণপুষ্পের সমান। গাভীঘৃত দিল তায, সুগন্ধি প্রকাশ পায, সুকোমল সুরস বাখান ।। সিদ্ধপক্ক দ্রব্য রাখে, কটু তৈল তাহে মাখে, সমভাবে সহিত লবণ। ভাতে পোড়া খেতে সুখ, রসনে জুড়ায মুখ, ভোজনে পরম আস্বাদন ।।

বলা আলু মূলা ভিন, পুরাণ চিঙ্গড়ী মীন, কুষ্মা গুবটিকা উক্ত কচি। দিল ওল মোচা ভাতে, সর্ষপ মাখিল তাতে, ঝিঙ্গা শিম খেতে হয় রুচি॥ কাঁঠালের বীজ আনি, বাখিলেক সুখে ছানি, মুখে দিলে অরুচি পলায়। দগ্ধ দ্রব্য বাখে যত, মাখিয়ে মনের মত, রুচি আইসে দেখিয়ে যাহায়॥ পটল বার্ত্তাকু মীন, বীচেবড়ী বাখে ভিন, পাত পোড়া সজিনার ফুল। কটু তৈল দিল তায়, আস্বাদ বাড়য়ে যায়, লবণক্ত স্বাদে নাহি তুল॥ সুক্তপাক ভিক্তরসে, সুক্তনী বাখিল বসে, শিম মূলা বার্ত্তাকু সহিত। আদা আদ দিল তায়, আস্বাদ স বস যা, নস্পাকে যেমত বিহিত॥ কবি বাখে ঘণ্ট পাক, কুচুবড়ী দিয়া শাক, লাউ মোচা পটলবিশেষ। বচুশাক পাক নাম, নারিকেল দিন কুবি, মিষ্ট মান বন অশেষ॥ নানাবিধ বাধি অম্বল, মন্দ মন্দ দিয়া ঝাঁ, আর বাখে ডালনা বিস্তর। লাউতে চিঙ্গড়ী মীন, পুরাণ চিঙ্গড়ী ভিন, ইচড় ডা না স্বপ্ন॥ ঢুঁকিকা সুবীজ আনে, বার্ত্তাকু মূলার সনে, সহ মান চিঙ্গড়ী নবীন। বাঁধিল মনের মত, ঝা া দল মত মত, আস্বাদন জানয়ে প্রবীণ। পাক দৈবি রাখে ভাজা, দাবি বা সহিত মজা, বার্ত্তাকু পিট দিয়ে দিল। বড়া বড়ী নানা মত, মিষ্ট আ া লয়ুন, আ বা পোস্তবীজ দিয়ে মিল॥ ... রাঙ্গে মীন, ডিম্ব তার রাখে ভিন,

নারিকেল পটোল বেগুন। নানাবিধ ভাজে শাক, কিবা পরিপাটী পাক, রন্ধনীর কব কিবা গুণ ।। মোচা শাক শড়সড়ী, আরো রাঁধে চড়চড়ি, সেঁথড়া রান্ধিল্ রস আর। রাঁধিল কাঞ্চনকলি, প্রলেহ তাহারে বলি, আর কত কহিতে অপার ।। পাক করে দালি যত, ভাজা বিউলি ছুই মত, আমোদিত সুগন্ধে ভবন। রন্ধনী রাঁধয়ে কত, তাহে হয় নানা মত, হাত গুণে কাশীর বচন ।। ১১ ।।

পয়ার। রাঁধিল কলাই দালি করিয়ে মর্য্যাদা। মহুরি বাটিয়ে দিল ঘৃত হিঙ্গু আদা ।। মুগের রাঁধিল দালি ঘন করি তায়। তেজপত্রে সম্ভোলিয়ে আদর বাড়ায় ।। অরহর মসুর পাক করে পরিপাটী। ঘৃত সহ পুরিয়া রাখিল বাটী২ ।। চণকের দালি রাঁধে খণ্ড সহ জাল। ঝাল দিয়া সম্ভোলিয়ে করিল রসাল ।। রোহিত মৎস্যের ঝোল তরল বিধান। কাঁচাকলা বড়ী দিয়ে বাড়ায় সম্মান ।। ইলিস মৎস্যের ঝোলে কাঁঠালের বিচী। সড়িস্ব পটোল বড়ি নাশয়ে অরুচি ।। সম্ভোলনে মীনের অধিক আস্বাদন। কেবল ইলিস মৎস্য বিনা সম্ভোলন ।। বড় বড় চিঙ্গড়ীর ঘন করে যূষ। মটব মসলাযোগে আস্বাদ পীযূষ ।। পরম যতনে পাক করয়ে ব্যঞ্জন। সুপক্ক না দ্রব হয় তবে আস্বাদন ।। দিব্যং পোনা মৎস্য উদর চিরিয়া। ভাস্কা তৈলে ভাজে ভাল মসলা পুরিয়া ।। মৎস্যের চড়চড়ি

বাধে যেই মত দাঁড়া। ইলিস মৎস্যেতে দিল স-জিনার খাড়া॥ বাঁধিলেক খয়রা মীন দিয়ে ছোলাশাক। মৎস্যের প্রলেহ বহুবিধ কৈল পাক॥ বাঁধানিংসা কাঁটা ফেলি বেসনে ছানিল। ছোটই মীন গড়ি ঘৃতেতে ভাজিল॥ সন্তোলিয়ে খর মীন তিন্তিড়ী মিসায়। সরিষা ফোড়ন দিয়া সুস্বাদু বাড়ায়॥ ইলিস মৎস্যের স্বাদ কাসন্দির সনে। ক্ষুদ্র চিঙ্গড়ী চাল্‌তা বান্ধে প্রাণপণে॥ মাংস মধ্যে ছাগমাংস জানিয়ে প্রধান। বিধিমতে করে পাক যেমত বিধান॥ প্রথমে সন্তোলে ঘৃতে মাখি আঅরস। নানাবিধ পাক করে তবেত সরস॥ বান্ধিল মাংসের যূষ পীযূষ সমান। ঘনরস ছোলা মাংস সহিত বিধান॥ সিদ্ধ মাংস ভাজিল মসলা মাখি তায়। ভোজনে আস্বাদ ভাল বলা নাহি যায়॥ মাংসের প্রলেহ পাক করে নানা মত। বার্ত্তাকু পটোল শাক দিয়ে মত মত॥ ঘৃত সহ প-লান্ন বান্ধিয়ে ভরে থাল। সুগন্ধ আস্বাদ রস পীযূষ রসাল॥ নারী মনোনীত বান্ধে বিবিধ অম্বল। বার্ত্তাকু বড়ীর সঙ্গে করঞ্জার ফল॥ আমড়া চি-রিয়ে কচি করে চড়চড়ি। আস্বাদ কারণ তায় দিল ফুলবড়ি॥ আঁঠি ছেঁচি আমড়ার বানাইল ঝোল। ঘ্রাণে মুখে সরে জল নাহি সরে বোল॥ কাঁচা তেঁতুলের ঝোলে সরিষা ফোড়ন। যাহা ঘ্রাণে চলে অম্ন পক্কের মতন॥ লাউ মলা কলের অম্বল অল্প

অন্ত। বিশেষ করিয়া পাক করে ভিন্ন ভিন্ন॥ চুকাপালঙ্গের শাক বেগুণ সহিত। পাক করে মনোমত করি মনোনীত॥ কচি আম্র ঝোলে দিল সরিষা ফোড়ন। রসনায় লগ্ন হইলে জুড়ায় বদন॥ বড় আম্র গুড় সহ ঝোল রান্ধে ঘন। অম্বল মধুর রস পীযূষ যেমন॥ পায়সান্ন করে পাক মনের মতন। সাবধানে বহুমতে করিয়ে যতন॥ দুগ্ধ ঘোল অংশ সূক্ষ্ম তণ্ডুল বিধান। নামাইয়া চিনি অষ্টভাগ পরিমাণ॥ মরীচ এলাচি গুঁড়া কপূর মিশায়। পিয়ালের বীজ শস্য আরো দিল তায়॥ রন্ধনী রন্ধন করে ত্যজিয়ে আয়াস। পাক ঘটা দেখি আনন্দিত কাশীদাস॥ ১২॥

পয়ার। ভাজা মাষ দালি দিয়া খিচরী রান্ধিল। তেজপত্র আদি ঘৃত আদা ছেঁচা দিল॥ খিচরী রান্ধিল ভুনি করি আয়োজন। সুগন্ধি মসলা দিল যাহা প্রয়োজন॥ তণ্ডুল গোধূম দালি সমান সমান। দালি পাক মত তাহে জলের প্রমাণ॥ ঘৃতে ভাজি ভিন্ন দালি তণ্ডুল রাখিল। জলে সিদ্ধ করি দালি কোমল করিল॥ ভর্জ্জিত তণ্ডুল সব আরোপিল তায়। চূর্ণিত মসলা ঘৃত তাহাতে মিশায়॥ এলাচি কুঙ্কুম তেজপত্র সুগন্ধিত। মরীচ ধনিয়া আদি যে হয় বিহিত॥ বাদামের শস্য দিয়ে মুখবন্ধ করে। পাক হেতু রাখে তপ্ত অঙ্গার উপরে॥ চুর চুর শব্দ শুনি তবে

মামাইল। জানিল রন্ধনী পাক সুন্দর হইল॥ পীঠে বসে কেহ সুখে পিষ্টক বানায। নানা মত সব নাহি কহিতে জুযায॥ গঠয়ে আসিকা পিটা লয়ে মুচিখোলা। তণ্ডুজলে গুলে দেয় তণ্ডুলের গোলা॥ সিদ্ধপুলি করে পাক ছাঁই দিয়ে পূর। গুড়পিটা ক্ষীরপিটা রাঁধিল প্রচুর॥ আলু মুদ্গ ভাজাপুলি পুর দিযা মাঝে। চিপিটক পুলি গুলি সযতনে ভাজে॥ কলাবড়া তালবড়া ভাজিল য-তনে। মালিপুৰা আঁদরসা ভাজে এক মনে॥ তোলে সরুচাকুলি চাটুতে ঘৃত মাখি। কতক বা-নায় সুখে তিজলেতে রাখি॥ শশাঙ্কমণ্ডল সম গোধূমের রুটি। ঘৃত মাখাইযা ভাল রাখিল উ-লটি॥ ঘন দুগ্ধে ভিজা চিড়া চিনি মত্তমান। পক্ক আম্রাতক রসে বাডায সম্মান॥ ঘৃত মাখা রুটি চিনি ঘন দুগ্ধে দিল। সুপক্ক আম্রের রসে রসাল করিল॥ লোচিকা ভাজযে দিয়ে ঘৃতের ময়ান। খাস্তার কচুরী ভাজে কে করে বাখান॥ পুরী ভাজে দিয়া মাঝে সিদ্ধ মৎস্যপুর। পর্পট ভাজিয়ে পাত্রে রাখিল প্রচুর॥ আচার রাখিল নানা নাম লব কত। নেবু আম্র কাঁঠাল করঞ্জা মনোমত॥ দুই মত দধি রাখে মধুর অম্বল। চিনি সহ ক্ষীর ঘন কদলীর ফল॥ লবণ সহিত ঘোল দিয়ে জীরা ভাজা। খাইতে আস্বাদ অতি কর কত মজা॥ পাতিনেবু আদা রাখে করিয়া যতন। গুঁড়াইযে

যাম্যভাগে সৈন্ধব লবণ ।। সাজাইয়া সব রাখি স্বর্ণ বাটী থালে। সন্দেশ আনিতে কাশী হরিষেতে চলে ।। ১৩ ।।

মিষ্টান্ন সন্দেশ ও তাম্বূল সজ্জা এবং
বিশ্রামস্থান।

ত্রিপদী। সন্দেশ বিবিধ মত, রাখিল কহিব কত, আগে কিছু বলেছি তাহার। পক্কান্ন যতেক রাখে, সুন্দর করিয়া পাকে, সুধা সম আস্বাদ যাহার ।। রাখিল জিলেবি খাজা, ছানাবড়া সরভাজা, আর বাদামের মতিচুর। রস সহ পানিতুয়া, রাখে কেলো লাজমোয়া, বেসনের মিঠাই প্রচুর ।। নিখুতি অমৃতি গজা, খাইতে অধিক মজা, খোরমা রাখিল দুই মত। সাজাইল ভরি থাল, ভাজিয়ে মুকুতাজাল, ঘন দুগ্ধে দধি, চিনিযুত ।। ভিতরেতে দিল পুর, এলাচি মিছরীচূর, ক্ষীরের গড়িয়ে ভাজে পুলি। চিনিরসে করি পাক, সাজাইল থাকে থাক, থালপুরে দিল কতগুলি ।। ঘেবর বুঁদিয়া রাখে, নানা মত করি পাকে, আর কত করিব বর্ণন। সুশীতল সুবাসিত, রাখে বারি মনোনীত, কেহ করে তাম্বূল সাজন ।। দেখি পক্ক শ্বেতবর্ণ, সাজায় তাম্বূল পর্ণ, রাখিল মুক্তার চূর্ণ তায়। খদিরে কে-

তকী গন্ধ, বহে কিবা মন্দ মন্দ, ধন্দে অলি উড়িয়া বেড়ায় ॥ চিকণী গুবাক আনি, করি দিল খানি খানি, এলাচি কর্পূর জায়ফল। জয়িত্রী পিযাল বীচি, পক্ক নারিকেলকুচি, কিছু পিণ্ডখেজুরের ফল ॥ বাদাম দিলেক কাটি, সাজাইযা পরিপাটী, সুরস আস্বাদ হয যাতে। রচিয়ে ত্রিকোণ খিলি, আঁটিল লবঙ্গকলি, মুণ্ডিত করিল স্বর্ণপাতে ॥ দর্পণ মণ্ডিত ঘরে, বিশ্রাম আসন করে, নানা বিধ কুসুমে রচন। আনে পুষ্প নানা জাতি, মল্লিকা মালতী জাতী, সাজাইল মনের মতন ॥ কাঞ্চন সেঁওতী যূথী, কমল সাজায় তথি, শ্বেত রক্ত ফুল সুগন্ধিত। চন্দ্রমল্লি মনোহর, সাজাইল থরে থর, নানা মতে করে সুশোভিত ॥ যূথিকার গাঁথি হার, রচয়ে মশারি তার, চম্পকে ঝালর মাঝে মাঝে। গোলাব গাঁথিয়ে থরে, ঝুলায়ে লহরী করে নানা বর্ণ অপরূপ সাজে ॥ গাঁথিয়ে মল্লিকা মালা, বালিশে বেষ্টয়ে বালা, পৃষ্ঠভাগে বিশ্রাম কারণ। সুগন্ধি কেতকী ফুল, যাহার নাহিক তুল, টাঙ্গাইল সোণার বরণ ॥ গোলাব চোয়ান জল, সুগন্ধিত সুশীতল, মিশাইল অগুরু চন্দন। কাশীদাস ত্বরা করি, ছড়ায় অঞ্জলি ভরি, আমোদিত সুগন্ধে ভবন ॥ ১৪ ॥

অথ ভোজন।

পয়ার। প্রস্তুত হইল যবে সব আয়োজন। বসাইল স্বর্ণ পীঠে করাতে ভোজন॥ আয়োজন দেখি সব সুন্দরী হাসিল। মৃদু মৃদু হাস্যমুখী সুখেতে বসিল॥ অমৃতে গণ্ডুষ করি করে পঞ্চগ্রাস। পঞ্চমুদ্রা পঞ্চপ্রাণ আহুতি প্রকাশ॥ কনিষ্ঠা অনামা অগ্রে অঙ্গুষ্ঠ মিলন। প্রাণমুদ্রাযোগে হয় প্রাণের হবন॥ তর্জ্জনী মধ্যমা তাহে অঙ্গুষ্ঠের যোগ। অপানমুদ্রায় হয় অপানের ভোগ॥ অনামিকা মধ্যমায় অঙ্গুষ্ঠ যোজন। উদান মুদ্রায় সুখে উদান ভোজন॥ মিলিল তর্জ্জনী তাহে ব্যান মুদ্রাবরে। সমান আখ্যান হয় অঙ্গুলী সকলে॥ চতুর্থান্ত বায়ু নাম বহ্নি নিতম্বিনী। এই মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস করে আনন্দিনী॥ ঘৃতান্ন ভোজন আগে করে মনোনীত। পায়সান্ন অন্তে এই ভোজনের রীত॥ ভোজন ইচ্ছার মত তুমি তুমি সুখে। সন্তোষে ভক্ষণ করে আস্বাদে সুখে॥ চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় যাহে যায় মন। রস রস মিশ্রাসে করে আস্বাদন॥ চাকু মাকু ভোজন দেখিয়ে সখী কয়। ভোজন করহ ভাল যেবা মনে লয়॥ তুলিতে অন্ন হয় তুলে দেই মুখে। মনোমত খাওয়াইব আজি মনসুখে॥ ঈষৎ হাসিয়া ধনী মুখ পানে চায়। চাউনির কিবা ভাব ভব মোহ যায়॥ মন

বুঝে কেবা আর পারে মুখে দিতে। সাঙ্গাইল যেই সেই কহিল ইঙ্গিতে ॥ ভাব বুঝি নিকটে বসিয়া কাশীদাস। মুখে তুলে খাওয়াইছে পরম উল্লাস ॥ ১৫ ॥

—

আচমন, বিশ্রাম ও তাম্বূল ভক্ষণ।

পয়ার। ভোজন করিয়া সুখে কৈল জলপান। করিয়া গণ্ডূষ আচমনের বিধান ॥ সহচরী মোছাইল বদন কমল। যত্নে বসাইল সুখে বিশ্রামের স্থল ॥ কুসুম আসনে ধনী করি বিলাস। বালিসে হেলান কিছু ত্যজিতে আয়াস ॥ মুখে তুলে দিল সখী তাম্বূলের খিলি। আস্বাদে উল্লাস অতি রস কিছু মিলি॥ তাম্বূলের রাগে তেঁই রঞ্জিত ওষ্ঠাধর। অনুরাগী নয়নে শোভিত মনোহর ॥ শ্রম শান্তি হেতু করে চামর ব্যজন। শিখীপুচ্ছ বিরচিত আনে কোন জন ॥ কুসুম জড়িত পাখা কেহবা হেলায়। বেনামল বিরচিত কেহ বা দোলায় ॥ সঙ্গের সঙ্গিনী সব অনুজ্ঞা পাই। ভূষণ ভোজন হেতু বিরলে আইল ॥ হেনকালে নির্জ্জন পাইবে অবকাশ। চামর ব্যজন সুখে করে কাশীদাস ॥১৬॥

অথ গীত নাট।

পয়ার। নানামত বেশ ভূষা করিল সঙ্গিনী। সাজিল সঙ্গিনী সব যেমত রঙ্গিণী॥ ভোজন করয়ে সুখে নানা উপহার। তাম্বূল ভক্ষণ করে করিয়ে আহার॥ বসিল সকলে মেলি মানস উল্লাস। সরস কৌতুক কলা হাস্য পরিহাস॥ হেন কালে গীত বাদ্যে পড়ে গেল রঙ্গ। ঢোলক তবলা বাজে খঞ্জনী মৃদঙ্গ॥ সেতারা তানপুরা বীণা সারঙ্গী রসাল। মন্দিরা বাজায় কেহ সুখে ধরে তাল॥ খর বাজাইছে কেহ করি অঙ্গ ভঙ্গ। বাজায় দন্তেতে চাপি কেহবা মুর্চঙ্গ॥ রবাব পিনাক বাঁশী আর সপ্তস্বরা। বিহালায় আনে রাগ কেহ বা টিকারা॥ কেহ বা ঘুঙ্গুর হালি লোকে তালেং। শুনিতে মধুর যন্ত্রগণের মিশালে॥ মিলাইয়ে যন্ত্র সবে আরম্ভিল গান। সুস্বর কহিব কিবা সুমধুর তান॥ তিন গ্রাম সাত সুর একুশ মূর্চ্ছনা। ক্রমেং আলাপেতে করে আলোচনা॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সুত আর। মূর্ত্তিমান অধিষ্ঠান সহ পরিবার॥ ছয় ঋতু উপনীত পবনের ভরে। ব্যবহার নিজ নিজ প্রকাশিত করে॥ রাগিণী ভাঁজয়ে কেহ করি ফেরকার। বাধের পরজ দেয় অতি চমৎকার॥ অশীতি প্রকার তাল লয় সহ তান। হাত পসারিয়া কেহ রাখে তাল মান॥ গানে মত্ত হয়ে কেহ নাচয়ে সঙ্গিনী। নূপুর বাজায়ে কিবা

ঘুঙ্গুর কিঙ্কিণী ।। নানাবিধ নৃত্য করে ভাব মনো-নীত। অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ ঠাট ঠমক সহিত ।। বাহু পসা-রিয়ে নাচে তালে ফিরি ফিরি। ফিরাইছে করমুষ্টি কখন পসারি ।। ধীরে২ পদ চলে কখন ত্বরিত। কভু হেলে মাজাখানি মদনমোহিত ।। কভু কর পৃষ্ঠে শির কভু কটিদেশে। কখন হৃদয়ে হাত কখন বা কেশে ।। দক্ষ বামকরে কভু ধরয়ে বসন। নাচি-য়ে২ সুখে করয়ে ভ্রমণ ।। শিরে বস্ত্র রাখে কভু কখন উদ্বাট। দেখিয়ে মোহিত সবে কি কহিব নাট ।। নাচয়ে খেমটা তালে মত্ত অবশেষ। স-ঙ্গিনী মাতিল রঙ্গে রঙ্গিণী বিশেষ ।। গীত বাদ্য সমাপিয়া বসিল সকলে। বিশ্রাম করয়ে সুখে অতি কুতূহলে ।। সুবর্ণ পালঙ্ক কিবা শোভা মনো-হর। দুগ্ধফেণ সম শয্যা তাহার উপর ।। শয়নে সু-ন্দরী সুখে ত্যজয়ে আয়াস। ধীরে২ পদসেবা করে কাশীদাস ।। ১৭ ।।

নৃত্য বেশ।

ত্রিপদী।(ক্ষণেক বিশ্রাম পরে, উঠিল আনন্দ ভরে, নয়ন শোভন টল টল। ঈষৎ আরক্ত তায়, শোভা নাহি বলা যায়, পলাশ আকৃতি পদ্মদল ।। মদন বিহ্বল তনু, লালসে অলস অনু, হাই মুখে আইসে ঘন ঘন। চমকি চৌদিকে চায়, চঞ্চল খঞ্জন

প্রায়, ক্ষণেং ঊর্দ্ধ দরশন॥ কভু দেখে পয়োধর, লোমহর্ষ কলেবর, কভু চাপে দশনে অধর। মিলাইয়ে হাতে হাতে, আলস্য ত্যজয়ে তাতে, মোড়া দিয়া ভাঙ্গে কলেবর॥ ক্ষণে হৃদয়েতে কর, ক্ষণে ঊরুদেশে ভর, ক্ষণে কটি করেতে মর্দ্দন। গুল্ফ ধরি করতলে, চাপয়ে কিঞ্চিৎ বলে, পদাঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ ঘর্ষণ॥ সঙ্গিনী দেখিয়ে রসে, আইল কৌতুক বশে, মৃদু হাসি সম্মুখে দাঁড়ায়। দুই বাহু লতাবরে, সখীরে বেষ্টিয়ে ধরে, বলে করে আক্রমণ তায়॥ অন্য সখী সেই স্থানে, সঙ্গিনীর বাস টানে, খসি বস্ত্র হৈল উলঙ্গিনী। দেখিয়া নগনা তায়, মগনা উল্লাস কায়, খলং হাসয়ে রঙ্গিণী॥ নগ্না সখী বল করে, অন্য সঙ্গিনীকে ধরে, অন্য আঁসি খোলয়ে বসন। পরস্পর রঙ্গ করি, সবে হৈল দিগম্বরী, সুন্দরীরে ধরয়ে তখন॥ কাশীদাস হেসে কয়, এইত উচিত হয়, সকলের সমান বয়েস। স্বভাবে কি আছে লাজ, কবিতে উচিত সাজ, একবার ধর সেই বেশ॥ ১৮॥

পয়ার। উলঙ্গিনী হয়ে তবে যতেক সঙ্গিনী। রঙ্গিণীকে ধরিয়ে করিছে উলঙ্গিনী॥ কোন জন ত্বরা করি ধরিছে অঞ্চল। ভাব দেখি হাস্যমুখী হইল চঞ্চল॥ কেহ বা ধরয়ে হাত কেহ খোলে বাস। হৃদি কুচ নাভি কুক্ষি হইল প্রকাশ॥ কটিবন্ধ খুলিবারে যত্ন বহু করে। খুলিতে চাপয়ে ধনী ঊরুযুগ

ভূরে ॥ হাত দিয়ে হাঁটুতে ছাড়ায়ে নিল বাস। দিগম্বরী হযে সবে করে অট্টহাস ॥ চন্দ্রহার খুসে পড়ে বেন্ধে দিল তায়। কটি হৈতে নিতম্ব উপরে শোভা পায ॥ উথলি আনন্দসিন্ধু বাড়িল তরঙ্গ। মত্তবেশে নগ্না হযে বাজায় মৃদঙ্গ ॥ নানা যন্ত্র বাজয়ে নাচযে সবে মিলি। আনন্দের সীমা নাই কিবা করে কেলি ॥ হাতে২ ধরি সবে মণ্ডলী করিল। সুন্দরীকে মাঝে রাখি নাচিতে লাগিল ॥ ফিরি২ নৃত্য করে সবে ঘেরি২। মধ্যস্থলে রসবতী নাচে ফিরি ফিরি ॥ মযূর খঞ্জন নৃত্য শিখিবার আশে। উড়ি২ ফিরিযা বেড়ায় চারিপাশে ॥ রঙ্গিণীর নৃত্য ভঙ্গি দেখি কাশীদাস। আপনা পাসরে হযে পরম উল্লাস ॥ ১৯ ॥

লঘু-চৌপদী। নাচিছে রঙ্গিণী, মিলিয়া সঙ্গিনী, বাজিছে কিঙ্কিণী, ঘুঙ্গুর বোল। রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঝনু ঝনু, অলি গুণু গুণু, নূপুর রোল ॥ নাচে ঘেরি ঘেরি, হাতে হাতে ধরি, যতেক সুন্দরী, সমান বেশ। কি সুখ নাচন, কবরী বন্ধন, খসিছে তখন, গলিত কেশ ॥ বয়স সমান, মৃদুস্বরে গান, সুমধুর তান, কোকিল জিনি। সবে দিগ্‌বাস, বদন সহাস, দামিনী প্রকাশ, দশন মানি ॥ হেলাইয়ে অঙ্গ, করে নানা রঙ্গ, কিবা অঙ্গ ভঙ্গ, ঠমক ঠাট। বলয় সিঞ্জন, ভ্রমর গুঞ্জন, কি সুখরঞ্জন, মধুর নাট ॥ বাজে তাতাধিন, তাধিন তাধিন, তাতা

তাতা ধিন, মৃদঙ্গ তাল। নাচিছে তাথেই, তাথেই তাথেই, তাতা তাতা থেই, সুরঙ্গ তাল॥ সুছাঁদ নাচন, চরণ চালন, উরুর হেলন, কটির খেলা। বাহুর ফিরণ, কুঞ্চ প্রসারণ, চঞ্চল নয়ন, সুরসে মেলা॥ মনোজে আবেশ, সবে নগ্নবেশ, বিগলিত কেশ, রসেতে ভোর। সকলে রূপসী, নবীনা ষোড়শী, মুখ রাকাশশী, মানস চোর॥ দেখিয়া বিহ্বল, নাচন কৌশল, আনন্দ কল্লোল, সুখের রাশি। রূপেতে মোহিত, হারায়ে সম্বিত, পতিত ত্বরিত, ভূমিতে কাশী॥ ২০॥

পয়ার। সুন্দরী মুচকি হাসে দেখি অচেতন। মৃদুস্বরে কহে কিবা মধুর বচন॥ আশ্চর্য্য সলিলে মীন রহে পিপাসিত। শুষ্ক ওষ্ঠ কমণ্ডলু জলেতে পূর্ণিত॥ মত্তবেশে হৃদয়েতে রাখিল চরণ। শীতল সৌরভ-বাসে হইল চেতন॥ দেখে রূপ অপরূপ খুলিতে নয়ন। নিছনি করিল তাহে পঞ্চতত্ত্ব ধন॥ হারাইল আত্মভাব রূপের ছটায়। হৃদয়ে আনন্দময়ী আত্মারূপ পায়॥ ভাব দেখে বসবতী করে অট্টহাস। রসনা কমলদল দশন প্রকাশ॥ আপদ পঙ্কজ মালা শোভিত গলায়। চাহিতে চক্ষের পাপ চকিতে পলায়॥ কুটিল কুঞ্চিত কেশ বিগলিত শোভে। অলিকুল জাল গুঞ্জে নলিনীর লোভে॥ দিগম্বরী কটি কাঞ্চী নিতম্বে শোভিত। সরোজে কেশর শোভা হয় মনোনীত॥ নাভি রোমাঙ্কর ঘন

পীন পযোধর। জলপান করে করি নামাইযে কর।। প্রফুল্ল সরোজরাজ চরণযুগল। হৃদে রাখি সুধামুখী হাসে খল খল।। ভাবেতে মগনা নগ্না যতেক সঙ্গিনী। হাতে ধরি নাচে ঘেরি মাঝেতে রঙ্গিণী।। নানা বাদ্য বাজযে নাচযে ধরি তাল। কোকিল সুস্বরে গীত মধুর রসাল।। বিশ্রাম করযে নৃত্য লীলা সমাধান। মিষ্টান্ন শীতল জল মুখে দিল পাণ।। শ্রমদূর করে শ্বেত চামরের বায়। আডানি মুর্চ্ছল শিখী চামর ঢুলায।। সাবধান হযে সবে অম্বর সম্বরে। কাশীদাস বেছে২ বাস দিল করে।। ২১।।

খেলা বেশ।

তোটকছন্দ। সকলে বসিযে করয়ে খেলা। যৌবন ভবেতে রসের মেলা।। যত খেলা করে কহিব কত। নব নব ভাব মনের মত।। ইকড়ি মিকড়ি খেলিযা রসে। আগডুম বাগডুম তাহার শেষে।। উলুকুট ধুলু নলের বাঁশী। একে একে খেলে রসের রাশি।। কেহ কারে মারে পলাযে যায। আর কেহ ধেয়ে ধরযে তায।। খেলে লুকাচুরি রসেতে ভোর। কখন খেলয়ে কোটাল চোর।। কখন সুখেতে হিন্দোলে দোলে। ক্ষণেক রসেতে ঝুলনা ঝোলে।। কেহ হয় বর কেহ বা কনে। কেহবা

বাসে করয়ে মিনতি ॥ উরুদাপে রম্ভা উরু কাঁপে থর থর।•কর দিতে আপনি আইল যুড়ি কর ॥ ছদ্মরূপী স্থলপদ্ম চরণ প্রভায়। চরণে শরণ লয়ে জীবন বাঁচায ॥ স্বরেতে কোকিল হারি পলাইল বনে। কলধ্বনি কর দিল শুনিয়া কলনে ॥ হংস পতি দেখি অতি গতির প্রতাপ। হংসিনী লইযা সঙ্গে জলে দিল ঝাঁপ ॥ নূপুর মধুর ধ্বনি শুনি মধুকর। মাখিযে কেতকীরজ ছদ্ম কলেবর ॥ দামিনী মানিনী অতি হাসির ছটায। সভয়া কম্পিতা ঘন মেঘেতে লুকায ॥ সিন্দূর মণ্ডল প্রভা দেখি প্রভাকর। উদিত ত্বরিত দেয করযুড়ি কর ॥ হাব ভাব লাবণ্যে ভুবন পরাজয়। বিজয়পত্রিকা কাশী কহে জয় জয ॥ ২৪ ॥

অধিকার চর্চা।

পযার। পণ্ডিত গণক মন্ত্রী সহিত মন্ত্রণা। রাজ্যভার অধিকার করে বিবেচনা ॥ অধিকারী দেখিয়া সুপাত্র অনুসার। চতুর্দ্দশ ভুবনের দিল অধিকার ॥ শচীপতি করিয়া ইন্দ্রত্ব ভার দিল। বৈশ্বানর করে কারে স্বাহাকে সঁপিল ॥ ধর্ম্মরূপ মর্ম্ম দেখি যম করে তায়। পদপ্রাপ্ত যায় দ্রুত দক্ষিণদিশায় ॥ নৈঋর্তে নিয়োগ করে নৈঋর্তাধিপতি। বরুণের ভার সমর্পয়ে কার প্রতি ॥ কোন

জনে সমর্পিল বায়ু অধিকার। কুবের করিয়ে কারে দিল ধনাগার॥ কাহাকে ঈশান করি ঈশানে নি-য়োগ। ব্রহ্ম করি উর্দ্ধে করে কাহারে প্রয়োগ॥ পাতালেতে নাগাধিপ করে কোন জনে। অর্পিল চন্দ্রত্ব পদ দেখি চন্দ্রাননে॥ তেজস্পুঞ্জ কোন জনে করে গ্রহপতি। কাহাকে বিষ্ণুত্ব দিল বৈকুণ্ঠে বসতি॥ সুপাত্রে শিবত্ব দিয়ে কৈলাস সঁপিল। ব্রহ্মা করি কোন জনে বৈরাজ অর্পিল॥ প্রয়াগের অধিপতি করিল মাধবে। মথুরার আধিপত্য অ-র্পণ কেশবে॥ উৎকলের অধিপতি কৈল জগ-ন্নাথে। সাদরে প্রসাদ বাস বেঁধে দিল মাথে॥ সকল ভুবন বাঁটি এরূপ প্রকার। কামরূপে রাখি লেন নিজ অধিকার॥ শঙ্করে ভিখারী দেখি বা-খিলেন মান। নিষ্কর করিয়া কাশী লিখে দিলা দান॥ ২৫॥

দানপত্র।

পয়ার। স্বস্তি শ্রীমঙ্গলালয় মহেশ গো-সাঞি। তোমার সমান পাত্র ত্রিভুবনে নাই॥ পঞ্চ ক্রোশময়ী কাশী অতি গুপ্তস্থান। নিষ্কর করিয়া তোমায় করিলাম দান॥ মহাসুখে ভোগ কর যাবৎ জীবন। জীবন অধিক জানি করিবে যতন॥ কাশীতে প্রবল আজ্ঞা কেবল তোমার।

শমনের সেই স্থানে নাহি অধিকার।। বস্যাইয়ে প্রজাগণ হও কাশীপতি। সম্মানে রাখিবে তথা যে করে বসতি।। কীট পতঙ্গাদি যেই শরীর ত্যজিবে। গুরুরূপে আপনি নির্ব্বাণ তাকে দিবে।। আত্ম-ঘাতী নহে কভু মুক্তি অধিকারী। জনে জনে দিবে মুক্তি আপনি বিচারি।। ঋণ করি কাশীতে মরিবে যেই জন। আপনি করিবে তার ঋণের শোধন।। কাশী ছাড়া তিলেক না রবে কদাচন। গৃহে গৃহে তত্ত্ব লবে করি অন্বেষণ।। যোগী গৃহস্থাদি যেই কাশীতে বসিবে। সর্ব্ব যজ্ঞ চতুর্ব্বর্গ ফল তারে দিবে।। জীবনে ভোজন দিবে কাশীবাসিজনে। নির্ব্বাণ প্রদান কর শরীর ত্যজনে।। জ্বালিয়ে বি-জ্ঞানঅগ্নি প্রাণাহুতি তায়। কর্ম্মবীজ পাপ পুণ্য ভস্ম হয় যায়।। দানপত্রে লেখা গেল যে সব বা-[illegible] কখন না হয় যেন তাহার অন্যথা।। শঙ্করে নিষ্কর কাশী লিখে দিল দান। আনন্দিত কাশী দেখি লীলার বিধান।। ২৬।।

প্রজার দুঃখ ও বিধিলিপি মোচন।

ত্রিপদী। শুনি রাজনীতি যত, ধেয়ে আইসে প্রজা কত, তাপিত পীড়িত ভাগ্যবশে। কেহ শত্রু বিমর্দ্দিত, কেহ রোগে প্রপীড়িত, কেহ দুঃখী ব্যসন বি-শেষে।। কেহ অন্ধ কেহ কাণ, খঞ্জ লুঞ্জ কালা আন,

কেহ কুষ্ঠ শূলব্যাধিযুত। জীর্ণশীর্ণ কলেবর, আইসে লোক বহুতর, ক্ষুধানলে দগ্ধ অভিভূত॥ সবে করে হাহাকার, দেয় দোষ বিধাতার, ভাগ্যে না লিখিল সুখ লেশ। জন্মাবধি পাই দুঃখ, কিছু নাহি দেখি সুখ, তাপেতে কেবল তনু শেষ॥ বিবেচনা নাহি যার, অনুচিত তাহে ভাব, অবিচার লিখয়ে ললাটে। কাহার অশেষ সুখ, তিলেক না জানে দুঃখ, কেহ বা দুঃখেতে কাল কাটে॥ ঊর্দ্ধবাহু উচ্চৈঃস্বরে, দোহাই দোহাই করে, ত্রাহি ত্রাহি বলিযা রোদন। শুনিযা দুঃখের কথা, অন্তরে বাজিল ব্যথা, দয়াসিন্ধু উথলে তখন॥ পাঠক পড়িছে কত, ললাট লিখন যত, কর্ম্মফল লিখিত ধাতার। শুনাইল সবিশেষ, নাহি কিছু সুখ লেশ, সঞ্চিত কর্ম্মের অনুসার॥ বিধি লিপি ছিল যাহা, মোচন করিল তাহা, শিবে দিল রাজ আজ্ঞা মত। সবে করি দুঃখনাশি, চলিল্ল আপন বাস, জয় জয় বলে পরিবৃত॥ শঙ্করে হইল ভার, লোক দুঃখ নাশিবার, বিধিলেখা মোচন ক্ষমতা। তাপিত ব্যাকুল যেবা, শঙ্করে করিবে সেবা, তার দুঃখ ঘুচিবে সর্ব্বথা॥ মন্ত্রী মৃদুস্বরে বলে, সকলে সকল দিলে, উচিত কি দিবে কাশীদাসে। বদনে মধুর হাস, বলে জ্ঞান অভিলাষ, কিবা চাহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসে॥ ২৭॥

প্রার্থনা।

পয়ার। নিবেদন এই মম শুন রাজ্যেশ্বরী তুমি রূপনিধি আমি রূপের ভিখারী॥ নির্লজ্জ ভিক্ষুক সদা আশা করে ধন। এ অধীন দরিদ্রের তুমি প্রাণধন॥ তব রূপে মোহিত পাগল যেই জন। ত্রিলোক আধিপত্যে তার নাহি প্রযো-জন॥ তোমা বিনা অন্য আর কিছু নাহি চাই। সতত হৃদয়ে যেন দেখিবারে পাই॥ দিবে যদি রসনায় চাহি বার বার। দেহ তবে অহেতুক তব প্রেমসার॥ শীতে উষ্ণ উষ্ণে শীত প্রিয় হে যেমন। সেই মত তব রূপ প্রিয় মম মন॥ অতি প্রিয় তৃষিত জনের হয় জল। মম প্রিয় সেই রূপ রূপ নিরমল॥ জীবন অধীন যেন মীনের জীবন। তব [illegible] হে জীবন তেমন॥ গ্রীষ্মেতে যেমন প্রিয় স্নিগ্ধ সমীরণ। তব রূপে স্নিগ্ধ হতে চাহে মম মন॥ দগ্ধ অঙ্গ যেই মত জলেতে জুড়ায়। লা-বণ্যসলিলে মন জুড়াইতে চায়॥ বস্ত্রহীন শীতার্ত্তের প্রিয় যেন রবি। তেমতি আমার প্রিয় তব রূপ-ছবি॥ কামাশক্ত মনে যেন বিলাসে কামিনী। বিলাস করহ মনে দিবস যামিনী॥ ঘন বিন্দু চাতকে যেমত অভিলাষ। ও রূপ আনন্দঘন হেরি সদা আশ॥ ক্রীড়া করে শিশু যেন ত্যজি তৃষা ক্ষুধা। মম ক্রীড়া সে রূপ হেরিবে রূপ সুধা॥ মধু-

রসে অবশে মক্ষিকা যেন ধায়। সেরূপ অবশ মন তবরূপ চায়॥ নানা ফুলে নানা রস মাছি মধুমক্ষি। তব রস মন যেন সতত সঞ্চয়॥ অয়স্কান্ত দেখি লৌহ সচেষ্টায় গত। সে মত তোমার রূপে মন হয় রত॥ আর্ত্ত জনে সদা যেন ত্রাণের কামনা। তব প্রাপ্তি লাগি হয় সতত বাসনা॥ ক্ষুধার্ত্তের আশা তোষ অন্নেতে যেমন। তব রূপে সেই মত হয় মম মন॥ চকোর চন্দ্রের সুধা পান করে সুখে। চকোর নয়ন মন চাহে চন্দ্র মুখে॥ এই আশা হৃদয়েতে দেখি দিবানিশি। পীনোন্নত পয়োধরা নবীনা ষোড়শী॥ তব রূপে অপরূপে যে হয় পাগল। উভয় সমান তার অমৃত গরল॥ কাঞ্চন রতন মণি সমান বিভূতি। শ্মশান কি সিংহাসন একই আকৃতি॥ রূপনিধি হেরিলে অবশ রসে কায়। নিদ্রাতুরে ভূমি শয্যা সমান বুঝায়॥ অন্ন যেবা দিতে হয় দেহ অন্ন জনে। আমিত তোমারে চাহি আর নাহি মনে॥ রসময়ী হেসে চাহে নয়নের কোণে। আঁখির ইঙ্গিত কাশীদাস বুঝে মনে॥ ২৮॥

ফুল বেশ।

পয়ার। অতঃপর রাজলীলা হৈল সমাধান।

বসিয়া সকলে রস কৌতুক বিধান॥ হেন কালে সখীগণ করিল মন্ত্রণা। ফুলবেশ সাজাইতে হইল বাসনা॥ সকলে মিলিয়া কবে কুসুম চয়ন প্রফুল্ল উৎকচ পত্র মুকুল শোভন॥ মল্লিকা মালতী জাতি টগর কাঞ্চন। কেতকী ধাতকী যূথী বিল্ব সুদর্শন॥ মুচকন্দ মাধবীলতা জবা কৃষ্ণকলি। করবীর শ্বেত রক্ত বন্ধুক পিটুলি॥ শেফালিকা বকুল আকন্দ গন্ধরাজ। গোলাব সেঁওতী কুন্দ আনে বুঝি কায॥ কৃষ্ণচূড়াপরাজিতা জয়ন্তী দোপাটি। নাগেশ্বর নিশিগন্ধা দ্রোণ পরিপাটি॥ পাটল চম্পক শোণ অতসী পলাশ। সূর্য্যমণি চন্দ্রমল্লী সুগন্ধ বিলাস॥ তক্ষলতা ঝিণ্টী বক শ্বেত রক্তময। গুলঞ্চ লবঙ্গ লতা গেঁদা যত হয॥ ঝুমকালতা কর্ণিকার আর বর্ণফুল। সূর্য্যমুখী বেলা স্থলপদ্ম নাহি ভুল॥ অশোক কুসুম্ভ আর কলক ধুস্তূর। কুঙ্কুম কনক চাঁপা কামিনী প্রচুর॥ মসিনা কাশনী পুষ্প দেখি মনোহর। মখমল কর্কুট জটা আনে বহুতর॥ নবমল্লি কুড়চী আনযে আর কত। নেবুফুল নানাবিধ আনে মনোমত॥ করঞ্জা কুসুম আনে তমাল সুন্দর। কদম্ব দ্বিবিধ ফুল আনিল বিস্তর॥ কুরুবক পিণ্ডারক দাড়িম্ব রঙ্গণ। শ্যামঘটা ফুল আনে করিযা যতন॥ কোকনদ কুমদ কহ্লার শতদল। পুণ্ডরীক ইন্দীবর আনয়ে সকল॥ আনিল চন্দন ফুল সরস বাখানি। আর কত পুষ্প আনে নাম

নাহি জানি॥ ভিন্ন২ বাছি রাখে করিয়া যতন।
কাশীদাস অভরণ করয়ে রচন॥ ২৯॥

পুষ্পাভরণ নির্ম্মাণ।

খর্ব্ব-ত্রিপদী। পুষ্প অভরণ, করয়ে রচন, যতেক সঙ্গিনী মিলি। লইয়া সুমন, করিছে গ্রন্থন, মনের মতন তুলি॥ গাঁথে সিঁথাপাটি, অতি পরিপাটি, নানাবর্ণ সুশোভিত। মাঝেতে সুন্দর, টিকা মনোহর, কুসুমেতে বিরচিত॥ রচে কর্ণফুল, নাহি তার তুল, ঝুমুকা ঝুমুকালতা। মাছ কাণবালা, বানাইল বালা, ফুলের পিপুলপাতা॥ মুকুট সুন্দর, অতি শোভাকর, গাঁথে নানাবর্ণ ফুল। যেখানে যে সাজে, দিল পাশে মাঝে, না হয় মানিক মূল॥ পুষ্পের কাঁচুলি, রচে কুতূহলী, বিচিত্র বিবিধ মতে। নানাফুল হেরি, গাঁথে ঘেরি ঘেরি, কিবা শোভা করে তাতে॥ প্রফুল্ল কুসুমে, গাথে ক্রমে ক্রমে, রচিল সুন্দর চিক। বসি কোন বালা, গাঁথে কণ্ঠমালা, সুবর্ণে বলয়ে ধিক॥ গাঁথে চম্পাকলি, বাছি বাছি কলি, সুন্দর চম্পক ফুলে। মুকুলে বিচার, মল্লিকার হার, ধুকধুকী তাহে ঝুলে॥ মালতী যূথিকা, সুচন্দ্র মল্লিকা, বাছি গাঁথে ভিন্ন হার। গাঁথিল যুবতী, গোলাব সেঁওতী, লম্বমালা

চমৎকার ॥ শঙ্খ পুষ্প ময়, কঙ্কণ বলয়, শোণালি পঁহিছা, গাঁথে। রচিল অঙ্গুরী, বিবেচনা করি, অঙ্গুলী শোভিল তাতে ॥ গাঁথে অনুপম, বিচিত্র কুসুম, তাবিজ বিজটা তায়। টগর মুকুলে, গোলাবের ফুলে, পুঁটে থোপ শোভা পায় ॥ সেঁওতী মল্লিকা, কুসুম কলিকা, গাঁথযে কিঙ্কিনী জাল। চন্দ্র মল্লিবর, গাঁথি থরে থর, চন্দ্রহার রচে ভাল ॥ গুজরী পঞ্চম, কড়া অনুপম, সকল রচিল ফুলে। নূপুর পাসলী, রচে কুতুহলী, শোভা দেখি মন ভুলে ॥ করিয়া যতনে, কুসুম ভূষণে সুন্দরীব করে সাজ। দেখি কাশীদাস, পরম উল্লাস, সায়ে লয়ন কায ॥ ৩০ ॥

পুষ্প সজ্জা ও আরতি।

পয়ার। বিচিত্র বিবিধ পুষ্পে গাঁথি অভরণ। শ্রীঅঙ্গে শোভিত করে যত সখীগণ ॥ বিনাসূত্রে হার গাঁথি কৃষ্ণকলি ফুলে। শোভা জানি লম্ব মালা গলে দিল তুলে ॥ প্রফুল্ল পঙ্কজমাল আজানু লম্বিত। গলে দিল অপরূপ হইল শোভিত ॥ পুষ্প সিংহাসন কৈল পুষ্পের মণ্ডপ। পুষ্পময় মশারি পুষ্পের চন্দ্রাতপ ॥ পুষ্পময় আসন বালিশ মনোহর। পুষ্প মালা পুঞ্জে ভাল সাজাইল ঘর ॥ পু-

ষ্পের পাদুকা করে পুষ্প দীপাধার। গন্ধাধার পু ষ্পতে রচিল চমৎকার॥ পুষ্পময় ছত্রদণ্ড পুষ্পের ডাণ্ডাদি। পুষ্পের চামর পাখা রচিল বাখানি॥ পুষ্পের তাম্বুলাধার থাল পুষ্পময়। কুসুমের পান পাত্র শোভা অতিশয়॥ পুষ্পের রচিল বৃক্ষ শাখা দল যুত। ফুল ফল বসাইল ফুলেতে অদ্ভুত॥ কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া অগুরু চন্দন। ছড়াইল নানামত গন্ধ আমোদন॥ অপরূপ ধূপ ধূনা জ্বালে নানা স্থানে। সঘৃত গুগ্গুল লুনে সুগন্ধি বাখানে॥ সিংহাসনে বসময়ী বসি মৃদু হাসে। আনন্দে যুবতী গণ নাচে চারি পাশে॥ কর্পূর সঘৃত দীপ জ্বালাইয়া সুখে। আরতি করয়ে থাল ফিরায় স মুখে॥ শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র বাজে। গান করে যুবতী নাচয়ে ত্যজি লাজে॥ গুপ্ত স্থানে গুপ্ত লীলা সদা এইমত। উল্লাস আনন্দ নব রস অবি রত॥ নানা রঙ্গ তরঙ্গ করিয়া দরশন। আনন্দিত কাশীদাস সফল জীবন॥ ৩১॥

গীত। ১

আরতি করে সঙ্গিনী সব দেখিয়ে অনুপ সাজে।
পুলকিতচিত মোহিত হেরি বদন সরোজ রাজে॥
করেতে লইয়ে দীপক থাল,ভ্রময়ে সুখে সম্মুখে ভাল,
নিনাদ ঘন মৃদঙ্গ তাল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে॥ ১॥

নাচিছে সুখে গাইছে গান, সঙ্গীত রস মধুর তান,
থমকে থমকে রাখিছে মান,কুলবধূ ত্যজি লাজে।২
বাজিছে ঘন মৃদঙ্গ রঙ্গ, ধাঁ ধাঁ ধনা ধাধেঙ্গ ধঙ্গ,
ধুমকেটে ধা রাধিঙ্গ থুঙ্গ,রাঙকটে কেটে গাজে।।৩
অমল কমল বদন ভাস, মদনমোহন মধুর হাস,
পুলকিত তনু হেরিবে দাস, সাধিছে নয়ন কাজে।।৪

গীত। ২

তোরা কে যাবি আয়লো দরশনে।
অপরূপ ফুলবেশ হেরিতে নয়নে।।
ধসমণী লীলা স্থানে, বসিয়াছে সিংহাসনে,
সাজায়েছে সখীগণ ফুল আভরণে।
একেত রূপের ছটা, তাহে ফুল সাজ ঘটা,
করিছে আরতী সব মিলি সখীগণে।। ২।।
শঙ্খঘন্টা করতাল, মৃদঙ্গ বাজিছে ভাল,
নাচিছে যুবতীগণ হেরিয়ে বদনে।। ৩।।
গাইছে সকলে গান, সুরস মধুর তান,
হেরিছে বদন কাশীদাস একমনে।। ৪ ।।

গীত। ৩

মরি২ কিবে রূপ সেজেছে সুমন সাজে।
দেখিয়ে কি ফুলধনু শরীর তেজেছে লাজে।।

একে নাহি রূপশেষ আর তাহে ফুলবেশ।
হেরিয়ে মোহিত মন ভুলে গেছি গৃহ কাযে ॥১।
বিধি দিল দুটি আঁখি, পরিতোষ নাহি দেখি,
নয়ন না হলো আরে সব তনুরুহমাঝে ॥ ২।
জনমিয়া হেন রূপ, নাহি দেখি অপরূপ,
মজিল নয়ন মন বদন সরোজ রাজে ॥ ৩॥
নবীনা ষোড়শী বরা, পীনোন্নত পযোধরা,
কাশীদাস হৃদিমাঝে সতত বিরাজে ॥ ৪॥

সম্পূর্ণ।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।